নিবেদন

যাঁর নিরন্তন উৎসাহ ও সাহস আমাকে উচ্চতর পড়াশুনার অনুপ্রেরণা দিয়েছে তিনি আমার মা। সব ধরণের অসুবিধা থেকে মা আমাকে রক্ষা করে চলেছেন। মা কে আমার অশেষ প্রণাম নিবেদন করছি। অধ্যাপক স্বাতী চক্রবর্তী কলেজ জীবনে আমার মনন গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন, মহাকাব্যের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মেছে তাঁর কাছ থেকেই। তাঁর অনুপ্রেরণাই আমার অবচেতনে কাজ করেছে। তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচন ও সঠিক নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন। স্যারের কাছে আমি ঋণী। একই সঙ্গে চিরঞ্জীব মুখার্জী ও তুষারদার অকৃত্তিম সহযোগীতায় আমি নেট উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা, স্বর্গীয় অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ, অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক দীপক কুমার রায়, অধ্যাপক উৎপল মন্ডল সকলকে আমার প্রণাম। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার দীর্ঘ গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করতে সহযোগীতা করেছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নারায়ণ হালদারের অকৃত্তিম স্নেহ ভালোবাসা এবং নির্দেশনা আমাকে বরাবর সঠিক পথে চালিত করেছে। স্যারকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্যারের বাড়িতে আগত অভিজিৎদা, জয়ন্তদা, সুব্রতদা, তড়িৎদা সকলের আলোচনায় আমি সমৃদ্ধ হয়েছি, নতুন নতুন চিন্তার খোরাক পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি, সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালোবাসা। ফাইন আর্টসের অধ্যাপক মৃন্ময় রায় গবেষণাকর্মে আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও সাহস দিয়েছেন। স্যারের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

সহকর্মী সঞ্জয়দা, মোফাজ্জালদা, প্রদোষ সকলেই আমাকে গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদান করেছেন, কর্মক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। লাইব্রেরীয়ান সত্যদা বিভিন্ন তথ্য ও বই দিয়ে সহায়তা করেছেন। গবেষণা বিষয়ে সাইফুলভাইয়ের বিভিন্ন আলোচনা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছে। তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

বন্ধু জয়, স্নিগ্ধদীপ, কুন্তল ও ভাই মানিক আমাকে বিশেষ সহায়তা করেছে। ওদের সাহায্য ছাড়া আমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম না। গবেষণা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও উৎসাহ প্রদান করে আমাকে উজ্জীবিত করেছে। তারা সবসময় আমার পাশে থেকেছে। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা। উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন অধ্যাপক অংশুমান সরকার ও গেস্টহাউজের ইনচার্জ ধীমানদা আমাদের আশ্রয় প্রদান করে সহায়তা করেছেন, গবেষণাকর্মে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী ঈষা নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে গেছে। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর অবকাশ নেই। তার প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। মীনাক্ষী বৌদি সবসময়ই আমাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর অকৃত্তিম স্নেহ-ভালোবাসায় গবেষণাকর্মের ক্লান্তি মুছে গেছে। সম্পৎ আমাদের বিনোদনের সহায়ক হয়েছে। তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁরা আমার গবেষণায় সাহায্য সহযোগীতা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই গবেষণাকর্মে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সর্বশেষে আমার গুরু, গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক তপন মন্ডল মহাশয়ের শ্রীচরণে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করছি। তিনিই আমার জীবনের দ্রোণাচার্য।